ইস্টলেক্স শপিং সেন্টারে
“আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” পালিত

আশরাফুর রাহমানঃ “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” উপলক্ষে সাউথ ইস্ট নেইবারহুড সেন্টার ইস্টলেক্স শপিং সেন্টারে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি আয়োজন করেছিল এক বর্ণীল মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১০.৩০মিনিটে ইস্টলেক্সে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে জনাব নুরুল হক উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস তুলে ধরেন। এরপর শুরু হয় বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইস্টার্ন সিডনী মাল্টিকালচারাল এক্সেস প্রোগ্রামের সহযোগিতায়, সাউথ সিডনী কমিউনিটি এইড পরিবেশন করেন চৈনিক ভাষায় কাব্যগীতি (চাইনিজ অপেরা) এবং রুশ গীতি-নাট্য (রাশিয়ান ক্যয়ার)। মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে তাদের মোট এক ঘণ্টার পরিবেশনা সকলকে বিমোহিত করেছিলো।

চাইনিজ অপেরার পরিবেশনা।

এরপর সাউথ ইস্ট নেইবারহুড সেন্টারের সেচ্ছাসেবীবৃন্দ বিউটি বড়ুয়া, সুমনা বড়ুয়া, দীপান্বিতা বড়ুয়া এবং প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া শহিদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশাত্মবোধক পাঁচটি গান পরিবেশন করেন। উপস্থিত প্রায় সকল বাঙ্গালীই তাদের সাথে কণ্ঠ মিলান।

“মাট্রাভিল পাবলিক স্কুলের” বাংলাদেশী শিক্ষিকা সামছিয়া সোলায়মান নিয়ে এসেছিলেন তার ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক দল। সতের জনের শিশুদের দলে বাঙ্গালী ছাড়াও তিনজন ভিন্ন জাতির শিশুরা ছিল। তারা পালাক্রমে একুশের ইতিহাস, বাংলায় এবং ইংরেজিতে কবিতা আবৃত্তি করে। দলীয় গান এবং নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মাতিয়ে তোলে এই খুদে শিল্পীবৃন্দ। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল

রাশিয়ান ক্যয়ার পরিবেশনা।

মিসেস স্যু অরলভিচও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পালকি ভিডিওর ইফতেখার রানা পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও চিত্র ধারণ করেন। অনুষ্ঠানে আগত বাঙ্গালীদের অনুরোধে তিনি স্বরচিত তিনটি দেশাত্মবোধক গানও পরিবেশন করেন।

পরিশেষে মারুব্রা জংশন নেইবারহুড সেন্টারের আদিবাসী (এবোরিজিনাল) কর্মী ক্যাটরিনা রস' সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় দেরশতাধিক আদিভাষার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি সকলকে নিজ নিজ মাতৃভাষার নিয়মিত চর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করেন।

অস্ট্রেলিয়া বেঙ্গলি লাইব্রেরী ইঙ্ক অনুষ্ঠানে বাংলা বইয়ের স্টল সাজিয়েছিল, যেখানে তারা প্রায় তিন শতাধিক বাংলা বর্ণমালা এবং শিশুতোষ বই বিনামূল্যে বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের জন্য শহিদ মিনারের ছবি সম্বলিত ব্যানারটি একেছেন জনাব নিতিশ বড়ুয়া।

সাড়ে তিন ঘনটার এই অনুষ্ঠানে শতাধিক মানুষে আগমনে ইস্টলেক্স শপিং সেন্টার হয়ে উঠেছিলো উৎসবমুখর। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ইস্টার্ন সিডনীর বিভিন্ন জাতির মানুষজন জানতে পারলো "একুশে ফেব্রুয়ারির" তাৎপর্য। বাঙ্গালী কমিউনিটির কল্যাণ এবং প্রসারে সাউথ ইস্ট নেইবারহুড সেন্টারের ব্যবস্থাপনা পরিষদ ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলে জানিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন বাঙ্গালি কমিয়ুনিটির আন্তরিক সহযোগিতা।

মাট্রাভিল পাবলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের একুশের ইতিহাস এবং কবিতা আবৃত্তি পরিবেশনা।